তারিখ 30 MAY 2015 ... পৃঃ ...১৩... কলাম...৬...

সমকাল

যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে আমি প্রস্তুত : প্রধানমন্ত্রী

নাগরিক কমিটির সংবর্ধনা 'এ সম্মান বাংলার মানুষের প্রাপ্য'

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

নাগরিক কমিটি তাঁকে যে সংবর্ধনা দিয়েছে তা বাংলার মানুষের প্রাপ্য বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সংবর্ধনা গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'পঁচাত্তরের ২১ বছর পর আমরা সরকার গঠন করি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ শুরু করি। এরপর ২০০৯ সালে আবারও সরকার গঠন করি। দেশের উন্নয়নে কাজ শুরু করি। আমি বাংলার মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ। তারা আমাকে সেবা করার সুযোগ দিয়েছে। তাই এ সংবর্ধনা আমার প্রাপ্য নয়, এ সংবর্ধনা বাংলার মানুষের প্রাপ্য।'

গতকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতীয় নাগরিক কমিটি আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের পথে বাধা দূর করাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার সফলতার জন্য তাঁকে এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে ২৩ মিনিটের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নানা লক্ষ্যের কথা তুলে ধরেন এবং এসব লক্ষ্য অর্জনে তাঁর দৃঢ়তার কথা জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি কোনো মৃত্যুভয় করি না। একদিন যখন জন্মেছি, মরতে তো হবেই। হারাবার আমার কিছু নেই। আপনজন সব হারিয়ে, সেই শোক-ব্যথা বুকে নিয়েই তো এগিয়ে চলেছি এই বাঙালি জাতির আর্থসামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে। এ লক্ষ্যে আমার সঙ্গে যাঁরা সব সময় শরিক হয়েছেন তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।'

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, 'এ জাতির জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে আমি সদা প্রস্তুত। কিন্তু

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য আমি কাজ করে যাব। সব বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ বিশ্ব সভায় মাথা উঁচু করে চলবে।'

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা তাঁর বাবাকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'জাতির পিতা বলেছিলেন, মহৎ অর্জনের জন্য মহান ত্যাগ চাই। যেকোনো অর্জনের জন্য ত্যাগের মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। ভোগে না, ত্যাগেই সব থেকে বড় অর্জন করা যেতে পারে। জাতির পিতার সেই আদর্শ বুকে নিয়েই আমরা সামনে চলছি।'

অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে : দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, ইনশা আল্লাহ এগিয়ে যাবে। কী অর্জন করেছি সেটা বড় কথা না, এখনো মনে করি, আরো অনেক দূর পথ আমাদের চলতে হবে। অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশকে আরো উন্নয়নের উচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে হবে, সেটাই হলো আমার প্রতিজ্ঞা।'

ভারতকে অভিনন্দন : স্থল সীমান্ত চুক্তি অনুমোদন করায় ভারতকে অভিনন্দন জানিয়ে সরকারপ্রধান বলেন, 'দীর্ঘ ৪০ বছর পর ভারত সরকার আজকে স্থল সীমানা চুক্তি অনুমোদন দিয়েছে। তাদের আমি অভিনন্দন জানাই। সবচেয়ে বড় কথা, ভারত তাদের লোকসভায় দলমত নির্বিশেষে সব সদস্য ঐকমত্য হয়ে স্থল সীমানা চুক্তি বাস্তবায়নে তাদের সংবিধান সংশোধন করেছে। ভারত বাংলাদেশের বন্ধু ১৯৭১ সাল থেকে। আমরা সেই বন্ধুত্বের প্রমাণ পেয়েছি। আমদের মুক্তিযুদ্ধে তারা অস্ত্র দিয়েছে, মুক্তিকামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, স্বীকৃতি দিয়েছে, আমাদের সহযোগিতা করেছে, আমরা বিজয় অর্জন করেছি।'

আমাদের একটি মাত্র শত্রু দারিদ্র্য : প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা, সুসম্পর্ক বজায় রাখা, আর্থসামাজিক উন্নয়নে অংশীদারত্ব সৃষ্টি করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং দারিদ্র্যের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা—এটাই আমাদের লক্ষ্য।' তিনি বলেন, 'আমি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যখনই মিলিত হই, একটি কথাই বলি যে আমাদের একটি মাত্র শত্রু সকলের, সেটা হলো দারিদ্র্য। এ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে ওই দরিদ্র মানুষগুলোকে দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে, দেশকে উন্নত করতে হবে। আর সেটাও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা পারব।'

কম দেশই প্রতিবেশীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে এতটা সফল হতে পারে : শেখ হাসিনা বলেন, 'যেকোনো দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে অনেক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। গঙ্গা পানি চুক্তি আমরা করেছি, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি করেছি। আবার ৬৪ হাজার জনগণ ভারতে শরণার্থী ছিল, তাদের ফিরিয়ে এনেছি, পুনর্বাসন করেছি। সীমানাচুক্তি বাস্তবায়ন করেছি। দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে এগুলো করেছি। খুব কম দেশই প্রতিবেশীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে এতটা সফল হতে পারে। এটা আমাদের রাজনৈতিক সাফল্য, আমাদের কূটনৈতিক সাফল্য।'

আমাদের বাস্কেট এখন ভরপুর উন্নয়নে : দেশ এখন অনেক এগিয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'স্বাধীনতার সময় অনেকেই কটাক্ষ করে বলেছিল, বাংলাদেশ বটমলেস বাস্কেট হবে। আমি তাদের জবাব দিতে চাই, বাংলাদেশ বটমলেস বাস্কেট নয়, বরং আমাদের বাস্কেট এখন ভরপুর উন্নয়নে। আমরা বিশ্বের কাছে একটা দৃষ্টান্ত। হ্যাঁ বাঙালি পারে, বাংলাদেশ পারে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'এই বাংলাদেশে জাতির পিতার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। স্বাধীনতার সুফল ঘরে ঘরে আমাদের পৌঁছে দিতে হবে। বাংলাদেশে প্রতিটি মানুষ তাদের অধিকার পাবে। মুক্তিযুদ্ধের পর জাতির পিতা আমাদের যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন, সেই সংবিধানে যে মৌলিক চাহিদার কথা বলেছিলেন—অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা; সেই মৌলিক অধিকারগুলো আমাদের পূরণ করতে হবে। এটাই সরকারের দায়িত্ব। তাই সরকার গঠনের পর ঘোষণা দিয়েছিলাম, আমি শাসন করতে আসিনি। জনগণের সেবক হিসেবে তাদের সেবা করতে এসেছি। সেটাই আমার দায়িত্ব। কারণ আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলি না আমার পিতা এ দেশের মানুষকে গভীরভাবে ভালোবেসেছেন।'

প্রধানমন্ত্রী বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠান মঞ্চে ওঠেন। সন্ধ্যা ৬টার কিছু পরে বক্তব্য শুরু করেন তিনি। মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর দুই পাশে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এবং জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক ও অনুষ্ঠানের সভাপতি সৈয়দ শামসুল হক। অনুষ্ঠানে সৈয়দ শামসুল হক প্রধানমন্ত্রীর হাতে নৌকাসদৃশ একটি স্মারক ক্রেস্ট তুলে দেন। পরে অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান ও শিক্ষাবিদ ড. অনুপম সেন।

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীকে দেশরত্ন উপাধিতে ভূষিত করেন। সৈয়দ শামসুল হক বলেন, 'আজ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামের প্রারম্ভে আবশ্যিকভাবে দেশরত্ন শব্দটি ব্যবহার হবে। আমি সবার পক্ষ থেকে তাঁকে দেশরত্ন উপাধিতে ভূষিত করছি।' ওই সময় উপস্থিত জনতা করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানায়।

অনুষ্ঠানে ক্রিকেটারদের পক্ষ থেকে জাতীয় দলের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজার অভিনন্দন জানানোর কথা থাকলেও মায়ের অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত হতে পারেননি। মাশরাফির পক্ষে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আকরাম খান 'প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য দেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে দেশের বরেণ্য শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন।

বিকেল সাড়ে ৩টায় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও দুপুর ২টার পর থেকেই আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা বর্ণাঢ্য মিছিল নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উপস্থিত হয়। বিকেল ৩টার মধ্যেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের চারদিকে মানুষের ঢল নামে। গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা জেলার বিভিন্ন থানা থেকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ঢাকঢোল বাজিয়ে মিছিল নিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে আসতে থাকে। ক্ষমতাসীন ১৪ দলীয় জোটের শরিক বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীরাও মিছিল নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।